Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

ATHA KIM: AN EXCEPTIONALLY UNIQUE SATIRE BASED ON CONTEMPORARY ISSUES

সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত ব্যঙ্গনাটিকা

‘অথ কিম্’: ব্যতিক্রমী অভিনবত্ব

Arnab Patra
Assistant Professor, Asutosh College

Abstract

The satire Atha Kim is written by Siddheswar Chattopadhyay, based on contemporary issues. It is a one act play. The characters are symbolic here. The male characters are represented by some vowels as well as the females are represented by some consonants. Through the conversations of the characters here the author presented the pictures of political opposition, stopping of high price rising, struggle held for salary hike and the tricks followed by the politicians to be the winner in the process of election. Here we can see the presence of tradition of Sanskrit dramaturgy as well as innovation and uniqueness.

Keywords: সমসাময়িক সমস্যা, রূপক, অথ কিম্, অভিনবত্ব।

Article

প্রাচীন সাহিত্য সমালোচকগণ সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়কে দুটি প্রধান শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন – দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্য দৃষ্টিগ্রাহ্য আর শ্রব্যকাব্য শ্রুতিগ্রাহ্য। মঞ্চে অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে দৃশ্যকাব্যের রস আস্বাদিত হয়। তাই দৃশ্যকাব্য অভিনয়প্রধান। সাধারণ ভাবে নাটকই দৃশ্যকাব্য পদবাচ্য। আলংকারিক পরিভাষায় একে রূপক নামে অভিহিত করা হয়। তবে একে নাট্য এবং রূপ নামেও ভূষিত করা হয়। দশরূপক-কার ধনঞ্জয় নাট্য বলতে বুঝিয়েছেন- অভিনয়ের দ্বারা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অবস্থার অনুকরণ – অবস্থানুকৃতিনাট্যম।

কালিদাসকে সংস্কৃত কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যমনি বিবেচনা করা হয়। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে দৃশ্যকাব্যগুলিকে মোটামুটি ৩টি যুগে ভাগ করা যায় – কালিদাস পূর্বযুগ, কালিদাস যুগ এবং কালিদাসোত্তর যুগ। কালিদাস পূর্বযুগে রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম

অশ্বঘোষ বিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ এবং ভাসরচিত ১৩টি রূপক। কবিকুলগুরু কালিদাস রচিত নাটকের সংখ্যা ৩টি – মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তল। আর কালিদাসোত্তর যুগে বিরচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, বররুচির উভয়াভিসারিকা, শূদ্রকের পদ্মপ্রাভৃতক, ঈশ্বরদত্তের ধূর্তবিটসংবাদ, শ্যামিলকের পাদতাড়িতক, শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস; ভট্টনারায়ণের বেনীসংহার; ভবভূতির মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত; মুরারির অনর্ঘরাঘব; রাজশেখরের বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা; ক্ষেমীশ্বরের চন্ডকৌশিক; দামোদর মিশ্রের মহানাটক বা হনুমন্নাটক; কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও তার অনুকরনে রচিত আরও কয়েকটি রূপক নাটক, যেমন যশঃপালের মোহরাজ পরাজয়, বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকের সংকল্পসূর্যোদয়, পরমানন্দ দাসসেন রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ভূদেব শুক্ল বিরচিত ধর্মবিজয়, গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের অমৃতোদয়, আনন্দরায় মখি রচিত বিদ্যাপরিণয় প্রভৃতি। সংস্কৃত নাটকের ক্ষয়িষ্ণু বা অবক্ষয়ের যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকীর্তি হল বিলহণ রচিত কর্ণমুদ্ধরি। এছাড়া বৎসরাজের ত্রিপুরদাহ, সুভট রচিত দূতাঙ্গদ, কুলশেখর বর্মার সুভদ্রা ধনঞ্জয়, রামদেব ব্যাস রচিত সুভদ্রা পরিণয়, রামকৃষ্ণ কবি রচিত গোপালকেলি চন্দ্রিকা, রামেন্দ্রসূরির নলবিলাস এবং নীলকন্ঠ দীক্ষিতের নলচরিত্র প্রভৃতি।

প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মতো সংস্কৃত সাহিত্যেও আধুনিকতার প্রবাহমান গতিশীল ধারা লক্ষিত হয়। ঊনবিংশ, বিংশ তথা একবিংশ শতকেও সংস্কৃতে নাট্য বা রূপক সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত। শুধু বিংশ শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে ৫০০টির ও বেশি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। আধুনিক কালে রচিত এই সব রূপকের বিষয়বস্ত্ত হয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাসবাদ, মূল্যবোধের সংকট, আর্থ – সামাজিক সমস্যা, ধর্মীয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা, জাত পাত

ভেদাভেদের সমস্যা প্রভৃতি। সমসাময়িক সমস্যা বা বাস্তব জীবন ও জগতের চিত্র এগুলিতে ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে অনেক গুলি আবার গতানুগতিকতা বর্জিত। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতের প্রতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ অনেক সংস্কৃত প্রেমী রচনা করে চলেছেন সংস্কৃত রূপক সাহিত্য।

সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত এমনি প্রহসন বা ব্যঙ্গনাটিকা হল সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ওরফে বুড়োদা রচিত 'অথ কিম্'। ১৯৭২ সালের ২৩শে এপ্রিল রবিবার সন্ধায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভ্যদের দ্বারা এটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এটি আধুনিক নাট্য রীতির অনুসরণে রচিত হয়েছে। এখানে বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে হাসির ছলে কোথাও বিশেষ কোন সমস্যার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে আবার কোথাও অসার মূল্যবোধ ব্যক্ত হয়েছে। আবার কখনো কেবলমাত্র প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে, অথচ সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে 'অথ কিম্' রচিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই সূত্রধারের কথার মাধ্যমে সমাজের চেহারাটা আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পাই। এটি একটি হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক রূপক। নাট্যকার নিজেই এই রূপকটিকে 'পরিহাসরূপকম্' বা ব্যঙ্গনাটিকা বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের প্রচলিত গণতন্ত্র ব্যবস্থার প্রতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র বিদ্রুপ এই হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটকাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এখানে আ, টূ প্রভৃতি স্বরবর্ণের অন্তরালে স্ত্রীচরিত্রের এবং ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তরালে পুরুষ চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এরা কেউ স্বার্থপর রাজনীতিবিদ্, কেউবা তাদের স্তাবক, আবার কেউ বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক। এই রূপকে যেমন দারিদ্র্য ও সন্ততির ভারে জর্জরিত সমস্য পীড়িত সাধারণ গৃহস্থ দুর্লভ নয়, তেমনি সুবেশা, আত্মাভিমানিণী রমনীও এখানে অনায়াসলভ্য।

চিরাচরিত ভারতীয় নাট্যরীতি অনুযায়ী এখানে বিশেষ কোন নাটকীয় কাহিনীর অবতারণা করা হয়নি। এখানে চরিত্রসমূহ বিশেষ বিশেষ প্রতীক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। চরিত্রগুলির পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধের, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের এবং বেতন বৃদ্ধির উপায় ঘেরাও বা ধর্মঘটের, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নানা কৌশল প্রয়োগের খন্ড খন্ড চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত পরিচয় এখানে মুখ্য হিসেবে না দেখিয়ে বা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে গৌন করে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার প্রতি আস্থাকেই মুখ্য করে দেখানো হয়েছে। এই রূপকে 'ক' নামক পুরুষ চরিত্রটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যে তার নিজস্ব বিবেক বোধকে কোন রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনার কাছে বিক্রি করে দেয়নি। আবার 'খ' নামক পুরুষ চরিত্রটি সমাজের সমস্যা সঙ্কুল দরিদ্র শ্রেনির প্রতিনিধি। গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি চরিত্রকে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা মুখপাত্ররূপে নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন। আবার 'আ' এবং 'ঊ' এই দুই নারীচরিত্র পরস্পর বিপরীত ধর্মী নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

সমগ্র রূপকে একটি আশার বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছে – 'আগচ্ছতু তত্র ভবান্'। এখানে যে মহামান্য নতুন আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে সে আসলে নতুন সময়, নতুন নির্বাচন, নতুন রাষ্ট্রনেতা বা নতুন সমাজ ব্যবস্থার দ্যোক্তক, যার আগমনে দূর হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের যাবতীয় চক্রান্ত। এই নবীন আগন্তুকের কর্মকুশলতা জনৈক নাটকীয় পাত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন। এই পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় 'ন ভবিষ্যতি মূল্যবৃদ্ধিঃ', এমনাকি 'প্রাচুর্যং ভবিষ্যতি নিত্যপ্রয়োজনীয়দ্রব্যানাম্'। অথ কিম্- অর্থাৎ এর পর কি- এই সার্বজনীন প্রশ্নটি এই নাটকের সর্বত্র এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নরূপে আবর্তিত হয়েছে। সত্যিই তো নতুন নির্বাচনের পর নতুন রাজনৈতিক দলের বিজয়ের রূপকার রূপে যে নবীন নেতার অভ্যুদয় ঘটবে তার শাসন ব্যবস্থায় এই সমাজের মানুষের কতটুকুই বা উপকার হবে! সমাজ তো

সেই আগের মতোই গড্ডালিকা প্রবাহে চলবে, আগের মতোই আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দেবে মানুষের মধ্যে, মানুষ মেতে উঠবে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে, জনগণের কল্যাণে নয়। তাই নির্বাচন আজ অর্থহীন। রূপকটির ভরত বাক্যেও সেকথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

অথ কিম্ নাটিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রোক্ত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আঙ্গিকগত ভাবে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ বা প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের শুরুতে নিজের অথবা অপরের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অভিনেতাগণ দেবতা, অথবা রাজাদের উদ্দেশ্যে যে আশীর্বাদ মূলক মঙ্গলশ্লোক পাঠ করেন, তাকে নান্দী বলা হয়। নাটকের প্রারম্ভে এই নান্দীশ্লোকের পাঠ অলংকার সম্মত চিরাচরিত প্রথা এবং তা বহুসমাদৃত। এটিই প্রচলিত নাট্যরীতি, এই নাটিকার শুরুতেও নান্দীশ্লোক আছে, অথচ তা গতানুগতিকতা বর্জিত।

পুরাতনং যাত্যধুনা বিনাশং
নবীনমদ্য হে বিভাতু কামম্।
নমাম্যতোহহং প্রসমীক্ষ্যকালং
সমুদ্ভটাখ্যাং নবনাট্যদেবম্।।

এই নান্দী শ্লোকের মাধ্যমে সমুদ্ভট নামক এক নতুন নাট্য দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এই নান্দীর অভিনবত্বের মাধ্যমে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, নাটকের বক্তব্য বিষয় ও নাটকের রস সবই গতানুগতিকতাবর্জিত ও অভিনব।

রূপকটিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ আমরা পাই যা থেকে আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন Nonsense, Sorry, Rubbish, Ration Bag, Atom Bomb, Silence, Party Fund, Certificate, Look before Leap ইত্যাদি।

রূপকের চরিত্র গুলির সংলাপের মাধ্যমে বোঝা যায় এরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যেমন – ‘আ’ নামক স্ত্রী চরিত্রটির চালচলনে, কথাবার্তায় সর্বত্রই আধুনিকতার ছাপ

স্পষ্ট। বুঝতে অসুবিধা হয়না এই মহিলা চরিত্রটি দাম্ভিকতায় পূর্ণ এবং প্রতিপদে অপরকে অপমানিত করতে সে কুন্ঠতা নয়। আবার 'ঘ' চরিত্রটি সমাজের রাজনৈতিক শ্রেনির প্রতিনিধি। তার মতে সমাজের এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। এমন একদিন আসবে যেদিন প্রগতিশীল সমস্ত রাজনৈতিক সংঘগুলির মিলনে উন্মোচিত হবে দেশের নতুন দিক। নবীন আগমনের ফলস্বরূপ সমাজে আর কোন মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দেবে।

'ক' নামক পুরুষ চরিত্রটি নাটকের সূত্রধার। লক্ষ্য করার বিষয় সূত্রধারের এখানে কোন নাম নেই। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী সে রূপকের মূল বিষয়বস্তু দর্শকের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছে। 'তত্রভবান্' বা মহামান্য আগন্তুকের আগমন তাকে সম্মান জানানোর জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বা সভাটি কি জাতীয় হবে – এ সবই তার উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। সে একটি বিশেষ দলের প্রতিনিধি। তার মতে সমাজে যাদের শিং আছে তারাই কর্তৃত্ব করার অধিকারী, শিং না থাকলে তারা উন্মাদরূপে পরিগণিত হয়। এখানে লক্ষনীয় – নিরর্থক হাস্যকর পরিবেশন নয়, হাসির মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্যা ভুলে ধরা এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা ও অন্যের মতের খন্ডন প্রচেষ্টা এই রূপকে আমরা লক্ষ্য করি, যা অবশ্যই অভিনবত্বের দাবী রাখে।

ভরতবাক্য সংস্কৃত রূপকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেয় বিষয়বস্তু বহির্ভূত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম। নাটকের বা রূপকের শেষে প্রধান পাত্র এই ভরতবাক্য উচ্চারণ বা পাঠ করেন। এটি মঙ্গলসূচক। এর মাধ্যমে সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। এবং এর মাধ্যমেই রূপকের সমাপ্তি ঘটে। এই নাটিকার শেষেও ভরত বাক্যের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি –

কালস্য গতিমালোচ্য সাম্প্রতং প্রার্থয়ামহে।
অস্তু মে মঙ্গলং নিত্যং ভবতামস্তু বা ন বা।।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই ভরত বাক্যের মাধ্যমে জনগণ বা অপরের কল্যাণ নয়, নিজের মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বার্থপর মানুষের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান সমাজেও স্বার্থপর বা স্বার্থান্বেষী মানুষের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এই ভরতবাক্যের মাধ্যমে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। এতে নাট্যকারের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রয়োগ অবশ্যই অভিনব।

পরিশেষে বলা যায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন সংস্কৃত ভাষায় 'অথ কিম্' রূপকটি রচিত হয়েছে। এতে চরিত্র গুলির কোন নামকরণ করা হয়নি শুধুমাত্র স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মাধ্যমে এদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর নান্দী নাট্য শাস্ত্রোক্ত প্রচলিত রীতির নয়। দেব, দ্বিজ, রাজার স্তুতি না করে এতে সমুদ্ভট নামক নতুন নাট্যদেবের স্তুতি করা হয়েছে। এর অভিনয়ও অত্যন্ত উপভোগ্য। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অত্যাশ্চর্য মেলবন্ধন ও ব এই রূপকে বিশেষভাবে আমাদের নজর কাড়ে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য – ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ২০১২।

২। দশরূপক (ধনঞ্জয়), সম্পাদক ডঃ সীতানাথ আচার্য ও ডঃ দেবকুমার দাস, কলকাতা ২০০৭।

৩। নাট্যশাস্ত্র (ভরতমুনি)১, সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৯৭।

৪। সাহিত্য দর্পণ (বিশ্বনাথ), সম্পাদক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৮৬ (বঙ্গাব্দ)।

৫। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অথ কিম্ – ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০০৬।

৬। সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগ কলা – ডঃ কৃষ্ণা মিত্র, কলিকাতা ২০০৩।

৭। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০০০।

৮। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা ১৪০০(বঙ্গাব্দ)।